জয় বাংলার

কবি গান

২য় খণ্ড

কবি—মোঃ আবুবক্কর
সাং—মকর
পোঃ—কালাইন
জিলা—কাছাড় ঃ আসাম।
গায়ক ঃ মহম্মদ মিরজান আলী, মহম্মদ মকদ্দস আলী

মূল্য—·২০ পয়সা

কবিতা আরম্ভ

বঙ্গদেশে পূর্ব্ব অংশে মুজিবুর হইলেন লিডার। বিনা দোষে মানুষ মারে পাকিস্তান সরকার ॥ দয়া করি দয়াল প্রভু দয়া কর দান। লিখিতে দুঃখেরই কথা বিদরে প্রাণ। আক্কল বুদ্ধি জ্ঞান নাই কেমনে লিখি কবি। কাগজ কলম হাতে নিয়া সদায় মনে ভাবি। নিরস্ত্র নির্দ্দুবি লোকে বিপদে কর উদ্ধার ॥ রাজার গুণে রাজ্য সুখী প্রজা থাকে সুখে। কি অপরাধ করল তারা পূর্ব্ব বঙ্গের লোকে। বান্দর যদি ঘুমাইত লেফ তোষক গায় দিয়া। ন্যায় অন্যায় বুঝেনা সে বন্য পশু হইয়া। আরাকশি বেটারে কে দিলরে গদীর চেয়ার ॥ কি লিখিব দুঃখের কথা আক্কলে না ধরে। কোন রাজ্যের রাজায় প্রজারে এত জুলুম করে। দয়া মায়া নাই কি-রে তর কমজাত বেহায়া। রক্ত মাংস পরদা তদের পূর্ব বঙ্গের খাইয়া। আজ কেন সেই পুর্ব্ববঙ্গ জ্বালাইয়া করল ছারখার ॥ শ্রীহট্ট শহরে আছেন শাহাজালাল পীর। সে বাগায় বোমা ছাড়িল না করিল খাতির। কবুতর থাকতে দিলনা সুদকুরের জ্বালে। কি সাহসে বোমা ছাড়ল রওজার কিনারেতে। থাকিতে দিলনা দাবার ছিল যত কৈ গজার ॥ আর কত কত কাণ্ড করল ইহুদীর মত। মসজীদ জ্বালাইয়া কোরাণ জ্বালাইল কত। শত শত মারল মানুষ পাইয়া নমাজে। দেখবে পরে ধর্ম্মের ঢোল বাজবে নিজে নিজে। ধর্ম্মের উপর আঘাত করল এ ফিরে জাতের নেচার ॥ সাত কোটী হিন্দু-মুসলীম করে আরাধনা। বিশ্বের সব দেশে দেশে করতেছে প্রার্থনা। দেও স্বীকৃতি হও সাথী দিয়া হাতিয়ার। বিনা অস্ত্রে কত মারব পাঠান জানোয়ার। কামান পাইলে মুক্তি দলে নাম মিঠা হইত ইয়াহিয়ার ॥ ২৫ এপ্রিল হইতে যুদ্ধ চলল অবিরত। মরার হিসাব লক্ষ লক্ষ কত যে আহত।

হাজার হাজার অনাহারে কত পাইয়া ভয় । ভারতে আসিয়া তারা লইয়াছে আশ্রয় । কারো গায় গুলির আঘাত দেখিয়া ভারত সরকার ॥ যাগায় যাগায় হাসপাতাল দিয়াছেন খুলিয়া ॥ ডাক্তার কম্পাউণ্ডার কত নার্স পাঠাইয়া । লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে একদিনে । ইয়াহিয়া সব দিতে হবে রাষ্ট্রসংঘের আইনে । নিজের মানুষ মারিয়া নিজে দোষ দিয়েছে ইণ্ডিয়ার ॥ আরও একটি দুঃখের খবর শুনেন সর্ব্বজনে । গ্রামের লোক ডাকিয়া নিল রেশন দিবার জন্যে ॥ ছেলে মেয়ে কান্দন করে পেটের ক্ষুধায় । ছেলে মেয়ে লইয়া কত নারী পুরুষ যায় । রেশনের লোভ দেখাইয়া প্রাণ গুলিতে করে সংহার ॥ ঘর দরজা জ্বালাইয়া কত পুড়ে করল ছাই । আতুর লেংড়া অন্ধ বুড়া বাছবার উপায় নাই । মাতা হারা পিতা হারা স্বামী হারা নারী । ছেলে মেয়ে হারাইয়া কত বুড়া বুড়ি । উপবাসে কষ্টে শিষ্টে পার হইয়া আইল বর্ডার ॥ খোদার কাছে কি জোয়াব দিবেরে জালিম । বিনা অপরাধ কত আলিম । উকিল মুক্তার মারল কত মারল ব্যারিষ্টার । ছাত্র যে কত মারিল মারল প্রফেসার । জমিদার মারিয়া কত লুটিল ধনের ভাণ্ডার । ধন্য তুমি বেচে থাক ধন্য মুজিবুর । ভুট্টো চাচা ইয়াহিয়ার তিন গুষ্টির ঠাকুর । পরের কথায় নিজের ঘর করল সর্বনাশ । চীনা মন্ত্রী চৌ এন-লাইকে করিয়া বিশ্বাস । চীনে যখন করবে আক্রমণ দোয়াই দিবে জয়বাংলায় ॥ এই পর্য্যন্ত কথা কিছু রাখিয়া বারণ । দুঃখের ঘটনা একটি শুনেন দিয়া মন ॥ টাউন বন্দর জ্বালাইয়া গ্রামেতে ঢুকিল । দালান কোটা জ্বালাইয়া বিনষ্ট করিল । নারী লোক ধরিয়া নিয়া করল কত কু-কারবার ॥ মা ভগ্নির উপরে এত জুলুম করল ভারি । তদের জন্য আছে রেডি সেই কুরবানীর ছুরি । কোথায়

ভূট্টু পাঠান দুষ্ট ইয়াহিয়া জল্লাদ। কবি বলে বিশ্ববাসী পাইয়া সংবাদ। জুতার মালা রাখছে গাথি তোমার ধস্তের পুরস্কার ॥ বাংলা দেশে বাংলা ভাষা আমরা সব বাঙ্গালী। বঙ্গবন্ধু মুজিবুরকে মাথায় লইব তুলি। আরব, ইরাক, ইরান, তুরান মুসলিম রাষ্ট্র হয়। পাকিস্তা নর বড় জানোয়ার ভূট্টু মহাশয়। শেখ সৈয়দ মোগল মুসলমান নথল পাঠান কোন আল্লার ॥ বাংলা দেশে আছেন জানি কত মিরজাফর। আব্দুল্লা জিয়াদ ছিল কুফার শহর। বিশ্বাসঘাতক ভূট্টের দলে মুজিবকে চিনলে না। স্বাধীনতার রণাঙ্গনে যাহার নাই তুলনা। বাঙ্গালীজাত এক না হইলে ভবিষ্যত ঘোর অন্ধকার ॥ লক্ষ লক্ষ নরনারী শিয়াল কুকুরে খায়। রক্তে নদী নালা বইয়া ভাসিয়া বেড়ায়। বুড়ি গঙ্গায় ভাসে কত জার্মানীর মতন। না হইলে জনগ্ন তাদের না হইল কাফন। সোনার বাংলার মানুষ সোনার মানুষ আজ শকুনে করে আহার ॥ মানুষে মানুষে বিবাদ করে মানুষে করে ভুল। মানুষে আবার বিচার করি মিটায় গণ্ডগোল। খুন করিলে বিচার হয় বিচারে হয় সাজা। পাকিস্তানের ইয়াহিয়া আল্লার উপরে রাজা ॥ আল্লার বিচার কে করিবে ভয়ে কাঁপে সব বেটার ॥ সৃষ্টিকর্তা খোদা তুমি পরম ঈশ্বর। তোমার কৃপাদান কর বাঙ্গালীর উপর। হিন্দু মুসলীম বৌদ্ধ খৃষ্টান বাংলারই সন্তান। সরল চিত্তে মুক্ত হস্তে সবে কর দান। রক্তরে দান করবে রক্ত আর কি তার আছে দিবার ॥ ইতি—

জয় বাংলা

জয় মুজিবুর